রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ৬, ২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ বৈশাখ, ১৪৩১ মোতাবেক ০৫ মে, ২০২৪

নিম্নলিখিত বিলটি ২২ বৈশাখ, ১৪৩১ মোতাবেক ০৫ মে, ২০২৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৫/২০২৪

জাতীয় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠাকল্পে আনীত বিল

যেহেতু জাতীয় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি আইন, ২০২৪" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "একাডেমি" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি;

(২) “চেয়ারম্যান” অর্থ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;

(৩) “তহবিল” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত একাডেমির তহবিল;

(৪) “পরিচালনা পর্ষদ” অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত একাডেমির পরিচালনা পর্ষদ;

(৫) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৬) “প্রাথমিক শিক্ষা” অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা;

(৭) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৮) “মহাপরিচালক” অর্থ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক; এবং

(৯) “সদস্য” অর্থ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

৩। **একাডেমি প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, Government Educational and Training Institutions Ordinance, 1961 (Ordinance no. XXVI of 1961) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এইরূপে অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) একাডেমি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **একাডেমির কার্যালয়।**—(১) একাডেমির প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে থাকিবে।

(২) একাডেমি, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **পরিচালনা ও প্রশাসন ।**—একাডেমির পরিচালনা ও প্রশাসন ইহার পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৬। **পরিচালনা পর্ষদের উপদেষ্টা।**—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী পদমর্যাদার অনুক্রম অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের উপদেষ্টা হইবেন।

৭। **পরিচালনা পর্ষদ।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সিনিয়র সচিব বা সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;

(গ) মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা;

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত উহার একজন মেম্বার ডাইরেক্টিং স্টাফ;

(ছ) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা;

(জ) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, ঢাকা;

(ঝ) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা;

(ঞ) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ময়মনসিংহ বিভাগ;

(ট) পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত অনধিক ৩ (তিন) জন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক;

(ড) মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সদস্য সরকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, উক্তরূপে মনোনীত কোনো সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলি।**—পরিচালনা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) একাডেমির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং পরামর্শ ও অনুমোদন প্রদান;

(খ) একাডেমির বাজেট অনুমোদন প্রদান;

(গ) একাডেমির বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরামর্শ ও অনুমোদন প্রদান;

(ঘ) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও গবেষণার ক্ষেত্র অনুমোদন।

৯। **পরিচালনা পর্ষদের সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিব, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, সভার সময়, স্থান, আলোচ্যসূচি ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(২) প্রতি বৎসরে পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন ৪ (চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে তবে, জরুরি প্রয়োজনে, সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৩) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পরিচালনা পর্ষদের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিচালনা পর্ষদের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পর্ষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **মহাপরিচালক।**—(১) একাডেমির একজন মহাপরিচালক থাকিবেন; যিনি সরকারের অন্যূন যুগ্মসচিবগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালকের চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, মহাপরিচালক সকল কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

১১। **একাডেমির কার্যাবলি।**—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, একাডেমির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহিত সমন্বয় করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য চাহিদাভিত্তিক এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও সামগ্রী উন্নয়ন, পরিমার্জন, বাস্তবায়ন এবং সনদায়ন;

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, গবেষণা জার্নাল এবং অন্যান্য প্রকাশনা সম্পাদনা ও প্রকাশ;

(গ) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন;

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা প্রদান; এবং

(ঙ) সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচিত কার্যাবলি সম্পাদন।

১২। **কর্মচারী নিয়োগ।**—(১) একাডেমি, ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **তহবিল গঠন ও পরিচালনা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি তহবিল নামে একাডেমির একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো উৎস হইতে গৃহীত ঋণ;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি সরকার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ;

(ঘ) একাডেমি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) একাডেমির নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়;

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে গচ্ছিত বা জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা, সুদ বা আয়;

(ছ) একাডেমির প্রশিক্ষণ সেবা, গবেষণা ও পরামর্শ এবং প্রকাশনা হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং

(জ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) একাডেমির কার্যাবলি সম্পাদন এবং মহাপরিচালক ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(৫) তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.127 of 1972) এর Article 2(j)-তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

১৪। বাজেট।—একাডেমি, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থবৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থবৎসরে, সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে, তবে একাডেমির পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহে ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৫। প্রতিবেদন।—(১) একাডেমি, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, প্রতি অর্থবৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত অর্থবৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনে, একাডেমির নিকট হইতে যে কোনো সময় একাডেমির যে কোনো বিষয়ের উপর রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান, তথ্য, প্রতিবেদন বা দলিল সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং একাডেমি, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) একাডেমি যথাযথভাবে ইহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া অভিহিত, প্রত্যেক বৎসর একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) Comptroller and Auditor-General (Additional Functions) Act, 1974 (Act No. XXIV of 1974) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একাডেমি এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, Chartered Accountant একাডেমির সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, বার্ষিক ব্যালান্স শীট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালক, সদস্য বা যেকোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) একাডেমি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোনো ত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—একাডেমি এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Government Educational and Training Institutions Ordinance, 1961 (Ordinance no. XXVI of 1961) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ এর পরিচালনা সংক্রান্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ, রেজুলিউশন, ২০০৪ এতদ্বারা রহিত করা হইল এবং উক্ত রেজুলিউশনের অধীন গঠিত বোর্ড অব গভর্ণরস, অতঃপর বিলুপ্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত করা হইল।

(২) উক্তরূপ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিলুপ্ত বোর্ড কর্তৃক কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা জারীকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত বোর্ডের—

(ক) স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল একাডেমির নিকট হস্তান্তরিত এবং উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি একাডেমির ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা একাডেমির বিরুদ্ধে বা একাডেমি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উহা নিষ্পত্তি হইবে; এবং

(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, একাডেমি কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে নিয়োজিত থাকিবেন।

২০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) মূল পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মূল পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা ময়মনসিংহে অবস্থিত। ১৯৭৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে Academy for Fundamental Education নামে এ প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়। ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটির পুনঃ নামকরণ করা হয় এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর হতে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে নেপ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ একাডেমির অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য গবেষণা পরিচালনা, পিটিআইসমূহে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণার্থীগণের রিসোর্স বুক ও ইন্সট্রাক্টর গাইড প্রণয়ন, মৌলিক প্রশিক্ষণের একাডেমিক সুপারভিশনসহ পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীগণের সনদপত্র প্রদান করা।

The Government Educational and Training Institutions Ordinance, 1961 অনুযায়ী বাংলাদেশে কয়েকটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। কিন্তু বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ যুগোপযোগী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন করেছে যেমন—জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন, ২০১৮ প্রণিধানযোগ্য। উল্লিখিত অর্ডিন্যান্সে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠিত ১৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড অব গভর্নরস সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ; রেজুলিউশন ২০০৪ নামে একটি রেজুলিউশন প্রণয়ন করে এবং রেজুলিউশনের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে নেপ পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন বিধায় নেপের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন। নেপ-এর আইন বা বিধি না থাকার কারণে শুন্যপদে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তাগণ প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে একাডেমিতে যোগদান করলেও অধিকাংশ কর্মকর্তার গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় তাদেরকে একাডেমির মূল কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। নেপ-এর আইন-বিধি না থাকার কারণে নেপ-এর কর্মকতা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি, বদলী, পদায়ন, শৃংখলামূলক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদিতেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং পেনশন ও আনুতোষিক বরাদ্দ কোড অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

নেপ-এর আইনগত ভিত্তি শক্তিশালী করাসহ নিজস্ব জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও আর্থিক বিষয়াদি নিষ্পত্তিসহ এ প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনার জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। আইন/বিধির সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি আইন, ২০২৪" শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা সমীচীন।

রুমানা আলী
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd